● দৈনিক সংবাদ

তারিখ ● 15 MAR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

194

সংগঠন এ হত্যার নিন্দা করে না।

আমরা দেখি কোন সংগঠনের ছাত্র নিহত হল। আর তার ভিত্তিতে আমরা ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি তৈরী করে নিয়ে থাকি। আইনের উপর লোকে আস্থা হারিয়ে ফেলে বলেই রাতের অন্ধকারে মাইক্রোবাস এসে অন্ধ হিংসা চরিতার্থ করে। অন্যায়ের প্রতিকারের নামে সন্ত্রাসের আর একটি দরোজা খুলে দেয়ার পদক্ষেপ সন্ত্রাসী শক্তিকে সাহায্য করে, সন্ত্রাস দমনে সাহায্য করে না। এই সত্য সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করার লোকের অভাব আমাদের দুঃখের রাতকে ক্রমাগত দীর্ঘতর করছে।

এ ধরনের সন্ত্রাসকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের সাথে তুলনা করা চলে।

গত ১০ই মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের হামলায় বিস্মিত হবার কারণ দেখি না। ঠিক এক বছর আগে ১০ই মার্চ '৯০-এ চাকসু ও হল সংসদ আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাত্র শিবিরের হামলার মুখে পণ্ড হয়। তারা সম্ভবত তাদের সেই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বার্ষিকী পালন করেছে এবার ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে।

যাকে খুশি ভোট দেয়ার শ্লোগানের মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। তাহল সচেতনভাবে শুভশক্তির পক্ষে ভোট দেয়ার আহ্বান নেই। আছে সন্তায় গণতন্ত্রের টিকেট কেটে ক্ষমতার দরোজা খুলে সিংহাসনের দিকে ছুটে যাওয়া। যারা এই দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতে গেছে এবং যারা হেরেছে তাদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য টানা যায়, তা আমরা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি না। গণতন্ত্রকে এক সময় তার শৈশবে পরস্পরবিরোধী ও অনর্থ স্বার্থমুখী ভাবধারাগুলোর সমন্বিত করার একটা মেকানিজম বা কলাকৌশল মনে করা হত, আজ তার পরিণতির যুগে দার্শনিক লকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা আরো এগিয়ে জনগণের আত্মশুদ্ধি ও মহানুভবতার বিকাশের আলোকে বিচার করতে হবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে গণতন্ত্রকে দেখা হত সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির পথে চলা। তখনো আমাদের দেশে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্ফুট। বর্তমানে সাধারণত গণতন্ত্রকে কোন সাধারণ কল্যাণবোধ হিসেবে দেখা হয় না কিংবা তাকে জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয় না। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ভোটারগণ তাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের লক্ষ্যে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনুভূতির তীব্রতার অনুপাত হিসেবে দেখে থাকে। আর তাই আমার ভোট আমি দেব, যাকে ইচ্ছা তাকে দেব— কথাটা এমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অধিকারহারা সমাজে এই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভালমন্দ তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নির্বাচনী আঁতাত গঠনের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হয়নি। বরং এই ঘটনা যাতে নির্বাচনী আঁতাতকে প্রভাবিত না করে, তার প্রতি নজর রেখেই ঘটনার হোতাদের সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বিশেষ্য বাদ দিয়ে বিশেষণের ওপর জোর পড়েছে। এজন্য একটা সাধারণ ভাষা প্রয়োজন। সেই সাধারণ ভাষার একটি শব্দ হল 'দুষ্কৃতকারী' অথবা 'দুর্বৃত্ত' আর এই রাজনৈতিক সাম্ব্য ভাষা রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের একটি সফল হাতিয়ার।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান উপাচার্যের পদত্যাগে নেই, আছে সন্ত্রাস দমনে এবং এজন্য সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূরীকরণের সমস্যা জড়িত। যে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধযুগ ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে সেই রাজনৈতিক দলটি গণতন্ত্রকামী বলে যখন দাবী করে তখন তার অসঙ্গতি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। '৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধীরা '৯০-এ এসে বিপ্লবী সেজেছে তাই গণতন্ত্র এখনো নিরাপদ নয়।' একথাটা কীভাবে অস্বীকার করব।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে এখনও কোন মহল তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। একবারও কেউ ভেবে দেখছেন না গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের লগ্নে কীভাবে সেখানে অশুভশক্তি অন্ধ গুহা থেকে বেরিয়ে এল বুক ফুলিয়ে।

এই না-দেখার ভান করার মূল্য কোন না কোন সময় দেশবাসীকে দিতে হতে পারে। কারণ সন্ত্রাসী ও চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থেকে অক্ষমের ঈর্ষা নিয়ে রাজনীতির শরিকী বিবাদে অপরকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত 'আমি কোন নীতির পক্ষে।' স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ সন্ত্রাসী রাজনীতিকে গণতন্ত্রের অনুগামী করে আত্মরক্ষা করা যায় না। বরং সংক্রামক ব্যাধির মতই সন্ত্রাস গণতন্ত্রের শিবিরেও ছড়িয়ে পড়বে। পরিবর্তনের ধারা মুহূর্তেই পরনিপীড়নের পথ ধরতে পারে।